সূরা - ৩৭

সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো

(আস্-স্বাফফাত, :১)

মক্কায় অবতীর্ণ

আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে, যিনি রহমান, রহীম।

পরিচ্ছেদ - ১

১ ভেবে দেখো তাদের যারা কাতারে কাতারে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে;

২ আর যারা বিতাড়িত করে প্রবল বিতাড়নে,

৩ আর যারা স্মারকগ্রন্থ পাঠ করে!

৪ নিঃসন্দেহ তোমাদের উপাস্য মাত্র একজন,

৫ যিনি মহাকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর এবং এদের উভয়ের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর প্রভু; আর যিনি উদয়স্থল সমূহেরও প্রভু,

৬ নিঃসন্দেহ আমরা নিকটবর্তী আকাশকে তারকারাজির শোভা দিয়ে সুশোভিত করেছি,—

৭ আর প্রতিরক্ষা প্রত্যেক বিদ্রোহাচারী শয়তান থেকে।

৮ তারা কান পাততে পারে না ঊর্ধ্ব এলাকার দিকে, আর তাদের প্রতি নিক্ষেপ করা হয় সব দিক থেকে,—

৯ বিতাড়িত, আর তাদের জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন শাস্তি,—

১০ সে ব্যতীত যে ছিনিয়ে নেয় একটুকুন ছিনতাই, কিন্তু তাকে অনুসরণ করে একটি জ্বলন্ত অগ্নিশিখা।

১১ সুতরাং তাদের জিজ্ঞাসা করো,— গঠনে তারা কি বেশী বলিষ্ঠ না যাদের আমরা সৃষ্টি করেছি? নিঃসন্দেহ তাদের আমরা সৃষ্টি করেছি আঠালো কাদা থেকে।

১২ বস্তুতঃ তুমি তো তাজ্জব হচ্ছো, আর তারা করছে মস্করা।

১৩ আর যখন তাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় তারা মনোযোগ দেয় না;

১৪ আর যখন তারা কোনো নিদর্শন দেখতে পায় তারা ঠাট্টাবিদ্রূপ করে;

১৫ আর বলে— "এটি স্পষ্ট জাদু বৈ তো নয়";

১৬ "কী! যখন আমরা মারা যাব এবং ধূলোমাটি ও হাড়গোড় হয়ে যাব তখন কি আমরা ঠিকঠিকই পুনরুত্থিত হব?"

১৭ "আর কি পুরাকালের আমাদের পিতৃপুরুষরাও?"

১৮ তুমি বলো— "হাঁ, আর তোমরা লাঞ্ছিত হবে।"

১৯ তখন সেটি কিন্তু একটিমাত্র মহাগর্জন হবে, তখন দেখো! তারা চেয়ে থাকবে।

২০ আর তারা বলবে— "হায় ধিক্, আমাদের! এটিই তো বিচারের দিন!"

২১ "এইটিই ফয়সালা করার দিন যেটি সম্বন্ধে তোমরা মিথ্যা আখ্যা দিতে।"

পরিচ্ছেদ - ২

২২ "যারা অনাচার করেছিল তাদের একত্র করো, আর তাদের সহচরদের, আর তাদেরও যাদের তারা উপাসনা করত—

২৩ "আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে; তারপর তাদের পরিচালিত করো দুযখের পথে।

২৪ "আর তাদের থামাও, তারা অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে;

২৫ "তোমাদের কি হল, তোমরা পরস্পরকে সাহায্য করছ না?"

২৬ বস্তুতঃ সেদিন তারা আত্মসমর্পিত হবে।

২৭ আর তাদের কেউ কেউ অন্যদের দিকে এগিয়ে যাবে পরস্পরকে প্রশ্ন করে—

২৮ তারা বলবে— "তোমরাই তো নিশ্চয়ই আমাদের কাছে আসতে ডান দিকে থেকে।"

২৯ তারা বলবে— "না, তোমরা তো বিশ্বাসীই ছিলে না,

৩০ "আর তোমাদের উপরে আমাদের কোনো আধিপত্য ছিল না, বরং তোমরাই ছিলে উচ্ছৃঙ্খল লোক।

৩১ "সেজন্যে আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রভুর বাণী সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে; আমরা নিশ্চয়ই আস্বাদন করতে যাচ্ছি।

৩২ "বস্তুত আমরা তোমাদের বিপথে নিয়েছিলাম, কেননা আমরা নিজেরাই বিপথগামী ছিলাম।"

৩৩ সুতরাং সেইদিন তারা নিশ্চয়ই শাস্তিতে একে অন্যের শরিক হবে।

৩৪ নিঃসন্দেহ এইরূপই আমরা অপরাধীদের প্রতি করে থাকি।

৩৫ নিঃসন্দেহ যখন তাদের বলা হতো— 'আল্লাহ্ ছাড়া অন্য উপাস্য নেই', তখন তারা হামবড়াই করত;

৩৬ আর তারা বলত— "কী! আমরা কি আমাদের উপাস্যদের সত্যিই ত্যাগ করব একজন পাগলা কবির কারণে?"

৩৭ বস্তুত তিনি সত্য নিয়ে এসেছেন, আর রসূলগণকে তিনি সত্য প্রতিপন্ন করেছেন।

৩৮ তোমরা নিশ্চয়ই মর্মন্তুদ শাস্তি আস্বাদন করতেই যাচ্ছ;

৩৯ আর তোমাদের প্রতিদান দেওয়া হবে না তোমরা যা করতে তা ব্যতীত,—

৪০ আল্লাহ্র নিষ্ঠাবান বান্দারা ব্যতীত।

৪১ এরাই— এদের জন্য রয়েছে সুপরিচিত রিযেক,

৪২ ফলমূল; আর তারা হবে সম্মানিত—

৪৩ আনন্দময় উদ্যানে,

৪৪ তখতের উপরে মুখোমুখি হয়ে রইবে।

৪৫ তাদের কাছে ঘুরে ফিরে পরিবেশন করা হবে নির্মল ফোয়ারা থেকে এক শরবতের পাত্র,—

৪৬ সাদা সুস্বাদু পানকারীদের জন্য।

৪৭ এতে মাথাব্যথা নেই, আর তারা এ থেকে মাতালও হবে না।

৪৮ আর তাদের কাছে থাকবে সলাজ-নম্র আয়তলোচন,—

৪৯ যেন তারা সুরক্ষিত ডিম।

৫০ তখন তাদের কেউ কেউ অন্যদের দিকে এগিয়ে যাবে পরস্পরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে।

৫১ তাদের মধ্যে কোনো এক বক্তা বলবে— "আমার অবশ্য এক বন্ধু ছিল,

৫২ "সে বলত, 'তুমি কি নিশ্চয়ই সমর্থনকারীদের মধ্যেকার?

৫৩ "কী! যখন আমরা মরে যাব এবং ধূলোমাটি ও হাড়গোড় হয়ে যাব, তখন কি আমরা ঠিকঠিকই প্রতিফল ভোগ করব'?"

৫৪ সে বলবে— "তোমরা কি উঁকি দিয়ে দেখবে?"

৫৫ তখন সে উঁকি দেবে আর ওকে দুযখের কেন্দ্রস্থলে দেখতে পাবে।

৫৬ সে বলবে— "আল্লাহ্‌র কসম! তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংস করেছিলে;

৫৭ "আর আমার প্রভুর অনুগ্রহ যদি না থাকত তবে আমিও নিশ্চয় উপস্থিতদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।"

৫৮ "তবে কি আমরা মরতে যাচ্ছি না,—

৫৯ "আমাদের প্রথমবারের মৃত্যু ব্যতীত, আর আমরা শাস্তি পেতে যাচ্ছি না।

৬০ "নিশ্চয়ই এই— এটিই তো মহাসাফল্য!"

৬১ এর অনুরূপ অবস্থার জন্য তবে কর্মীরা কাজ করে যাক।

৬২ এইটিই অধিক ভাল আপ্যায়ন, না যাক্কুম গাছ?

৬৩ নিঃসন্দেহ আমরা এটিকে সৃষ্টি করেছি দুরাচারীদের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ।

৬৪ নিঃসন্দেহ এটি এমন এক গাছ যা দুযখের তলায়—

৬৫ এর ফলফসল যেন শয়তানদের মুণ্ডু।

৬৬ তারা তখন নিশ্চয় এ থেকে আহার করবে আর এর দ্বারা পেট ভর্তি করবে।

৬৭ তারপর অবশ্য তাদের জন্য এর উপরে থাকবে ফুটন্ত জলের পানীয়।

৬৮ তারপর নিশ্চয়ই তাদের প্রত্যাবর্তনস্থল হবে ভয়ঙ্কর আগুনের প্রতি।

৬৯ তারা আলবৎ তাদের পিতৃপুরুষদের পথভ্রষ্টরূপেই পেয়েছিল,

৭০ তাই তারা তাদের পদচিহ্নের অন্ধ অনুসরণ করেছিল,

৭১ আর তাদের আগে অধিকাংশ পূর্ববর্তীরা বিপথে গিয়েছিল;

৭২ অথচ আমরা তাদের মধ্যে ইতিপূর্বে সতর্ককারীদের পাঠিয়েছিলাম,

৭৩ সুতরাং চেয়ে দেখো কেমন হয়েছিল সতর্কীকৃতদেরপরিণাম,

৭৪ শুধু আল্লাহ্‌র খাস বান্দাদের ব্যতীত।

পরিচ্ছেদ - ৩

৭৫ আর ইতিপূর্বে অবশ্য নূহ আমাদের আহ্বান করেছিলেন, আর আমরা কত উত্তম উত্তরদাতা।

৭৬ আর আমরা তাঁকে ও তাঁর পরিজনকে ভীষণ সংকট থেকে উদ্ধার করেছিলাম,

৭৭ আর তাঁর সন্তান-সন্ততিকে আমরা বানিয়েছিলাম প্রকৃত টিকে থাকা দল;

৭৮ আর তাঁর জন্য পরবর্তীদের মধ্যে আমরা রেখেছিলাম—

৭৯ সমগ্র বিশ্বজগতের মধ্যে নূহের প্রতি সালাম!

৮০ নিঃসন্দেহ এইভাবেই আমরা সৎকর্মশীলদের প্রতিদান দিয়ে থাকি।

৮১ তিনি অবশ্যই আমাদের বিশ্বাসী বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

৮২ আর আমরা অন্যান্যদের ডুবিয়ে দিয়েছিলাম।

৮৩ আর নিশ্চয়ই তাঁর পশ্চাদ্‌বর্তীদের মধ্যে ছিলেন ইব্রাহীম।

৮৪ স্মরণ কর! তিনি তাঁর প্রভুর কাছে এসেছিলেন বিশুদ্ধ চিত্ত নিয়ে,—

৮৫ যখন তাঁর পিতৃপুরুষকে ও তাঁর স্বজাতিকে তিনি বলেছিলেন— "তোমরা কিসের উপাসনা করছ?

৮৬ "তোমরা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে কি এক মিথ্যা উপাস্যকেই কামনা কর?

৮৭ "তাহলে বিশ্বজগতের প্রভু সম্বন্ধে কী তোমাদের ধারণা?"

৮৮ তারপর তারকারাজির দিকে তিনি একনজর তাকালেন,

৮৯ তখন তিনি বললেন— "আমি যারপর নাই বিরক্ত!"

৯০ সুতরাং তারা তাঁর কাছ থেকে বিমুখ হয়ে ফিরে গেল।

৯১ তারপর তিনি তাদের উপাস্যদের কাছে ফিরে গেলেন এবং বললেন— "তোমরা খাও না কেন?

৯২ "তোমাদের কী হয়েছে যে তোমরা কথা বলছ না?"

৯৩ কাজেই তিনি তাদের উপরে লাফিয়ে পড়লেন ডানহাতে আঘাত করে।

৯৪ তখন তারা তাঁর দিকে ছুটে এল হতবুদ্ধি হয়ে।

৯৫ তিনি বললেন— "তোমরা কি তার উপাসনা কর যা তোমরা কেটে বানাও,

৯৬ "অথচ আল্লাহ্ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন আর তোমরা যা তৈরি কর তাও?"

৯৭ তারা বললে— "এর জন্য এক কাঠামো তৈরি কর, তারপর তাকে নিক্ষেপ কর সেই ভয়ঙ্কর আগুনে।"

৯৮ কাজেই তারা তাঁর বিরুদ্ধে এক চক্রান্ত ফাঁদলো, কিন্তু আমরা তাদের হীন বানিয়ে দিলাম।

৯৯ আর তিনি বললেন— "আমি নিশ্চয়ই আমার প্রভুর দিকে যাত্রাকারী, তিনি আমাকে অচিরেই পরিচালিত করবেন।"

১০০ "আমার প্রভো! আমার জন্য সৎকর্মীদের থেকে দান করো।"

১০১ সেজন্য আমরা তাঁকে সুসংবাদ দিলাম এক অমায়িক পুত্রসন্তানের।

১০২ তারপর যখন সে তাঁর সঙ্গে কাজ করার যোগ্যতায় উপনীত হল তখন তিনি বললেন— "হে আমার পুত্রধন! নিঃসন্দেহ আমি স্বপ্নে দেখলাম যে আমি তোমাকে কুরবানি করছি, অতএব ভেবে দেখো— কী তুমি দেখছো।" তিনি বললেন— "হে আমার আব্বা! আপনি তাই করুন যা আপনাকে আদেশ করা হয়েছে। ইন্-শা-আল্লাহ্ আপনি এখনি আমাকে পাবেন অধ্যবসায়ীদের অন্তর্ভুক্ত।

১০৩ সুতরাং তাঁরা উভয়ে যখন আত্মসমর্পণ করলেন এবং তিনি তাঁকে ভূপাতিত করলেন কপালের জন্য,

১০৪ তখনই আমরা তাঁকে ডেকে বললাম— "হে ইব্রাহীম!

১০৫ "তুমি তো স্বপ্নাদেশ সত্যই পালন করলে। নিঃসন্দেহ এইভাবেই আমরা সৎকর্মশীলদের পুরস্কার দিয়ে থাকি।

১০৬ "নিশ্চয়ই এটি— এইটিই তো ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা।"

১০৭ আর আমরা তাঁকে বদলা দিয়েছিলাম এক মহান কুরবানি।

১০৮ আর আমরা তাঁর জন্য পরবর্তীদের মধ্যে রেখেছিলাম—

১০৯ ইব্রাহীমের প্রতি "সালাম"।

১১০ এইভাবেই আমরা প্রতিদান দিই সৎকর্মশীলদের।

১১১ নিঃসন্দেহ তিনি ছিলেন আমাদের মুমিন বান্দাদের মধ্যেকার।

১১২ আর আমরা তাঁকে সুসংবাদ দিয়েছিলাম ইস্হাকের—একজন নবী সৎপথাবলম্বীদের মধ্যেকার।

১১৩ আর আমরা আশীর্বাদ বর্ষণ করেছিলাম তাঁর উপরে ও ইস্হাকের উপরে। আর তাঁদের দুজনের বংশধরদের মধ্যে থেকে কেউ হচ্ছেন সৎকর্মশীল, আর কেউ হচ্ছে তাদের নিজেদের প্রতি স্পষ্টভাবে অন্যায়াচারী।

পরিচ্ছেদ - ৪

১১৪ আর নিশ্চয় আমরা মূসা ও হারূনের প্রতি অনুগ্রহ করেই ছিলাম,

১১৫ আর তাঁদের দুজনকে ও তাঁদের লোকদলকে আমরা ভীষণ সংকট থেকে উদ্ধার করেছিলাম।

১১৬ আর আমরা তাঁদের সাহায্য করেছিলাম, সেজন্য তাঁরা খোদ বিজয়ী হয়েছিলেন।

১১৭ আর তাঁদের উভয়কে আমরা দিয়েছিলাম এক স্পষ্ট গ্রন্থ,

১১৮ আর তাঁদের উভয়কে আমরা পরিচালিত করেছিলাম সরল-সঠিক পথে,

১১৯ আর তাদের জন্য আমরা পরবর্তীদের মধ্যে রেখেছিলাম—

১২০ মূসা ও হারূনের প্রতি "সালাম"।

১২১ এইভাবেই আমরা অবশ্য প্রতিদান দিই সৎকর্মশীলদের।

১২২ নিশ্চয় তাঁরা ছিলেন আমাদের মুমিন বান্দাদের মধ্যেকার।

১২৩ আর নিশ্চয়ই ইল্য়াস রসূলগণের মধ্যেকার ছিলেন।

১২৪ স্মরণ করো, তিনি তাঁর স্বজাতিকে বলেছিলেন— "তোমরা কি ধর্মভীরুতা অবলম্বন করবে না?

১২৫ "তোমরা কি বা'লকে ডাকবে, আর পরিত্যাগ করবে সৃষ্টিকর্তাদের সর্বশ্রেষ্ঠজনকে,

১২৬ আল্লাহ্‌কে— তোমাদের প্রভু এবং পূর্বকালীন তোমাদের পিতৃপুরুষদেরও প্রভু?"

১২৭ কিন্তু তারা তাঁর প্রতি মিথ্যারোপ করল, সেজন্য তাদের নিশ্চয়ই হাজির করা হবে,

১২৮ শুধু আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ বান্দাদের ব্যতীত।

১২৯ আর তাঁর জন্য আমরা পরবর্তীদের মধ্যে রেখেছিলাম—

১৩০ ইল্য়াসীনের উপরে "সালাম"।

১৩১ নিঃসন্দেহ এইভাবেই আমরা সৎকর্মশীলদের পুরস্কার দিয়ে থাকি।

১৩২ তিনি নিশ্চয়ই ছিলেন আমাদের মুমিন বান্দাদের অন্যতম।

১৩৩ আর অবশ্যই লূত ছিলেন রসূলগণের মধ্যেকার।

১৩৪ স্মরণ কর! তাঁকে ও তাঁর পরিজনকে উদ্ধার করেছিলাম, সব ক'জনকেই—

১৩৫ এক বৃদ্ধাকে ব্যতীত, যে ছিল পেছনে রয়ে যাওয়া দলের।

১৩৬ তারপর আমরা অবশিষ্টদের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছিলাম।

১৩৭ আর নিঃসন্দেহ তোমরা তো তাদের অতিক্রম করে থাক সকালবেলায়,

১৩৮ এবং রাত্রিকালে। তবুও কি তোমরা বুঝবে না।

পরিচ্ছেদ - ৫

১৩৯ আর নিশ্চয়ই ইউনুস ছিলেন রসূলগণের অন্যতম।

১৪০ স্মরণ করো! তিনি বোঝাই করা জাহাজে গিয়ে উঠেছিলেন।

১৪১ তাই তিনি লটারী খেলেছিলেন, কিন্তু তিনিই হয়ে গেলেন নিক্ষিপ্তদের একজন।

১৪২ তখন একটি মাছ তাঁকে মুখে তুলে নিল, যদিও তিনি দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন।

১৪৩ আর তিনি যদি মহিমা জপতপে রত না থাকতেন—

১৪৪ তাহলে তিনি তার পেটে রয়ে যেতেন পুনরুত্থান দিন পর্যন্ত।

১৪৫ তারপর আমরা তাঁকে এক বৃক্ষলতা শূন্য উপকূলে ফেলে দিলাম, আর তিনি ছিলেন অসুস্থ।

১৪৬ তখন তাঁর উপরে আমরা জন্মিয়েছিলাম লাউজাতীয় গাছ;

১৪৭ আর আমরা তাঁকে পাঠিয়েছিলাম এক লাখ বা আরো বেশী লোকের কাছে,

১৪৮ তখন তারা বিশ্বাস করেছিল, সেজন্য আমরা তাদের উপভোগ করতে দিয়েছিলাম কিছুকালের জন্য।

১৪৯ সুতরাং তাদের জিজ্ঞাসা করো— তোমার প্রভুর জন্য কি কন্যাসন্তান রয়েছে, আর তাদের জন্য পুত্রসন্তান?

১৫০ অথবা, আমরা কি ফিরিশ্‌তাদের নারীরূপে সৃষ্টি করেছিলাম, আর তারা সাক্ষী ছিল?

১৫১ এটি কি নয় যে তারা আলবৎ তাদের মিথ্যা থেকেই তো কথা বলছে,—

১৫২ আল্লাহ্ জন্ম দিয়েছিলেন? আর তারা তো নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী।

১৫৩ তিনি কি কন্যাদের পছন্দ করেছেন পুত্রদের পরিবর্তে?

১৫৪ তোমাদের কি হয়েছে? কিভাবে তোমরা বিচার করো?

১৫৫ তোমরা কি তবে মনোযোগ দেবে না?

১৫৬ নাকি তোমাদের কাছে কোনো স্পষ্ট দলিল-প্রমাণ রয়েছে?

১৫৭ তেমন হলে তোমাদের গ্রন্থ নিয়ে এস, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

১৫৮ আর তারা তাঁর মধ্যে ও জিন্‌দের মধ্যে একটা সম্পর্ক দাঁড় করিয়েছে। আর জিন্‌রা তো জেনেই ফেলেছে যে তাদের অবশ্যই উপস্থাপিত করা হবে।

১৫৯ আল্লাহ্‌রই সব মহিমা! তারা যা আরোপ করে তা থেকে বহু ঊর্ধ্বে;—

১৬০ আল্লাহ্‌র নিষ্ঠাবান বান্দারা ব্যতীত।

১৬১ অতএব নিশ্চয়ই তোমরা ও যাদের তোমরা উপাসনা কর তারা—

১৬২ তোমরা তাঁর বিরুদ্ধে বিভ্রান্তকারী হতে পারবে না,—

১৬৩ তাকে ব্যতীত যে জ্বলন্ত আগুনে পুড়তে চায়।

১৬৪ আর "আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার জন্যে নির্ধারিত আবাস নেই,

১৬৫ "আর নিশ্চয়ই আমরা, আমরাই তো সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াব,

১৬৬ "আর অবশ্য আমরা, আলবৎ আমরা জপ করতে থাকব।"

১৬৭ আর নিশ্চয়ই তারা বলতে থাকতো—

১৬৮ "যদি আমাদের কাছে পূর্ববর্তীদের কাছ থেকে কোনো স্মরণীয় গ্রন্থ থাকতো,

১৬৯ "তাহলে আমরা আল্লাহ্‌র নিষ্ঠাবান বান্দা হতে পারতাম।"

১৭০ কিন্তু তারা এতে অবিশ্বাস পোষণ করে, কাজেই শীঘ্রই তারা জানতে পারবে।

১৭১ আর অবশ্যই আমাদের বক্তব্য আমাদের বান্দাদের— প্রেরিত পুরুষদের, জন্য সাব্যস্ত হয়েই গেছে,—

১৭২ নিঃসন্দেহ তাঁরা— তাঁরাই তো হবে সাহায্যপ্রাপ্ত;

১৭৩ আর নিঃসন্দেহ আমাদের সেনাদল— তারাই তো হবে বিজয়ী।

১৭৪ অতএব তাদের থেকে ফিরে থেকো কিছুকালের জন্য,

১৭৫ আর তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখো, কেননা তারাও শীঘ্রই দেখতে পাবে।

১৭৬ তারা কি তবে আমাদের শাস্তি তরান্বিত করতে চায়?

১৭৭ কিন্তু যখন তা তাদের আঙিনায় অবতরণ করবে তখন সতর্কীকৃতদের প্রভাত হবে কত মন্দ!

১৭৮ আর তুমি তাদের থেকে ফিরে থেকো কিছুকালের জন্য,

১৭৯ আর লক্ষ্য রাখো, কেননা তারাও শীঘ্রই দেখতে পাবে।

১৮০ মহিমা কীর্তিত হোক তোমার প্রভুর— পরম মর্যাদা সম্পন্ন প্রভুর, তারা যা-কিছু আরোপ করে তা থেকে বহু ঊর্ধ্বে।

১৮১ আর 'সালাম' প্রেরিতপুরুষদের উপরে।

১৮২ আর সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই জন্য— বিশ্বজগতের প্রভু!